বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর
সমবায় অধিদপ্তর
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা
মোঃ মঈনুল হাসান
উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা
ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর।

সম্পাদনায়
মোঃ মঈনুল হাসান
উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা
ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর।

সংকলনে
মো. মনিরুজ্জামান
সহকারী পরিদর্শক
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর।

প্রকাশকাল
১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

প্রকাশনায়
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর।
ফোন: ০২৪৭৮৮৯১৯৫৫;
মোবা: ০১৯৫৮০৬১৭২০;
Website: www.cooperative.bhandaria.pirojpur.gov.bd
E-mail: ucobhandaria@gmail.com

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর
এর সাংগঠনিক কাঠামো

উপজেলা সমবায় অফিসার

সহকারী পরিদর্শক (২)

অফিস সহকারী

অফিস সহায়ক

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর এ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য:

ক্র. নং	ছবি	নাম	পদবী	ই-মেইল	মোবাইল নম্বর	ফোন
১.		মোঃ মঈনুল হাসান	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	ucobhandaria@gmail.com	০১৯৫৮০৬১৭২০	০২৪৭৮৮৯১৯৫৫
২.		মোঃ মনিরুজ্জামান	সহকারী পরিদর্শক	m82coop@gmail.com	০১৭১২৪৪৮২৪১	--
৩.		মোঃ রফিকুল ইসলাম রিপন	অফিস সহায়ক	--	০১৭৫৩২৩৪৩৭৩	--

মুখবন্ধ

সমবায়ে গড়ব দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ

সমবায় আন্দোলন মানুষের মধ্যে একতা ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে, যা আমাদের সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের গ্রামীণ ও শহুরে জনপদের উন্নয়নে, সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

সমবায় আন্দোলন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, এটি সামাজিক সমতা ও ন্যায়ের প্রতীক। আমাদের সমাজে যে বৈষম্য রয়েছে, তা দূরীকরণে সমবায় একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। আমাদের সমাজের প্রতিটি স্তরে সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন, যাতে সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি হয়।

আমাদের সমবায়ীগণ তাদের নিরলস প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। তাদের এই প্রচেষ্টা আমাদের সকলের জন্য প্রেরণার উৎস। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা এবং এই কার্যক্রমের মাধ্যমে বৈষম্যহীন এক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব।

আমাদের লক্ষ্য হল, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে সমবায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা এবং এই কার্যক্রমের মাধ্যমে বৈষম্যহীন এক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। প্রতিটি সমবায়ীর উদ্যোগ ও পরিশ্রমে আমরা একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ব। আসুন, আমরা সবাই মিলে সমবায় আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তুলি এবং বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনের পথে এগিয়ে যাই।

পংকজ কুমার চন্দ
জেলা সমবায় কর্মকর্তা
পিরোজপুর

প্রারম্ভিকা:

সাম্য-ঐক্য-সততার সমন্বয়ে সৃষ্ট একটা জোট হলো সমবায়। একক প্রচেষ্টা যেখানে ব্যর্থ সেখানেই প্রয়োজন দলগত প্রচেষ্টা। সমন্বিত প্রচেষ্টায়ই আনতে পারে আশাতীত সাফল্য। একটা চিন্তা একজন না করে বহুজনের মধ্যে যদি সেটা বিস্তার ঘটানো যায় তবে এর কাঠামো থেকে চূড়ান্ত অবস্থাবধি আমূল পরিবর্তন সম্ভব। চূড়ান্ত অবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনায়নে আশাতীত সাফল্য লাভের লক্ষ্যে সমন্বিত এক প্রচেষ্টার নামই সমবায়। সমবায় হলো-পরস্পরের সহযোগিতায় পরস্পরের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করার একটা উপায়। সমবায় সংগঠন একটা সুশৃঙ্খল ও গণতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক সংগঠন। সমবায় এর আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা বিচার করে বলা হয়ে থাকে ‘সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন। (A cooperative Society is the organization of the cooperators, for the cooperators and by the cooperators). বাংলার কৃষককে সুদখোর মহাজনদের শোষন থেকে বাঁচানোর মহৎ উদ্দেশ্যে এ উপমহাদেশে ১৯০৪ সালে সমবায় আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুরে বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সময়ের প্রেক্ষাপটে কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুটিরশিল্প, মৎস্য, সঞ্চয়-ঋণদান, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, পানি ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে সমবায় পদ্ধতির বিস্তার ঘটেছে। এ সুদীর্ঘ পথপরিক্রমার ইতিহাস থেকেই বুঝা যায় সমবায় পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা আরো বৃদ্ধি হতে থাকবে।

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের ক্রমবিকাশ:

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য। ১৮৭৫ সালে দক্ষিণ ভারতে সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে এক ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত হয়। তৎকালীন বৃটিশ সরকার নিজেদের স্বার্থেই কৃষকদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে। জার্মানীর রাইফিজেন পদ্ধতির ন্যায় সমবায়ের মাধ্যমে উপমহাদেশের কৃষকদের সমস্যা সমাধান করা যাবে বলে ইংরেজ সরকার বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাস থেকে ১৯০৪ সালে জন্ম নেয় সমবায়।

১৯০৪	বেঙ্গাল ক্রেডিট কো-অপারেটিভ অ্যাক্ট-১৯০৪ (Bengal Credit Cooperative Societies Act-1904) জারী করা হয়।
১৯১২	(The Cooperative Societies Act, 1912 (Act II of 1912) নামীয় নতুন সমবায় আইন জারী করা হয়।
১৯২২	বেঙ্গাল প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক লি: প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯২৯-৩০	বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার আঘাতে সমবায় আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।
১৯৩৪-৩৫	বাংলায় ৫টি সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক স্থাপন করা হয়। ময়মনসিংহ সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক স্থাপিত হয়। বেঙ্গাল কৃষি ঋণ আইন (Bengal Agricultural Debtors Act of 1935) জারীর ফলে সমবায় সমিতির ঋণের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।
১৯৪০	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিরূপ পরিস্থিতির উত্তরণের জন্য এবং সমবায় আন্দোলনে নতুন প্রাণসঞ্চারের জন্য (Bengla Cooperative Society Act-1940) জারী।
১৯৪৮	পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক লি: গঠিত হয় যা বর্তমানে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি: নামে পরিচিত।
১৯৬০	ড. আখতার হামিদ খান কর্তৃক ‘কুমিল্লা পদ্ধতি’ পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। কুমিল্লার অভয় আশ্রমে ‘কোতয়ালী থানা কেন্দ্রীয় সমবায় এসোসিয়েশন (কেটিসিসিএ) লি: স্থাপন এর আওতায় ‘কুমিল্লা পদ্ধতি’ চালু হয়।
১৯৮৪	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ/১৯৮৪ জারী হয়। (The Cooperative Societies Ordinance, 1984 (Ordinance No 1 of 1985)
১৯৮৭	সমবায় সমিতি নিয়মাবলী/১৯৮৭ জারী করা হয়। (Cooperative Societies Rules, 1987)
২০০১	সমবায় সমিতি আইন ২০০১ সংসদে অনুমোদন লাভ করে ও জারী হয়।
২০০২	সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর সংশোধনী জারী করা হয়।
২০০৪	সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ জারী করা হয়।
২০১৩	সমবায় সমিতির শাখা অফিস বন্ধ করাসহ অন্যান্য পরিবর্তন এনে সংশোধিত সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ জারি করা হয়।
২০২০	সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর সংশোধনী জারী হয়।

বর্তমান বিশ্বের মানুষ এক উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার অভিযাত্রী। এখানে পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রধান অবলম্বন সমবায়। আমাদের দেশের সমবায় চিন্তকদের অবশ্যই ক্ষুদ্র কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের স্বার্থে কাজ করতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন নিশ্চিত করার একটি কৌশল হচ্ছে সমবায়। এটি শুধু আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়। মানবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের নির্ভরযোগ্য একটি অবলম্বন সমবায়। এটি সততা প্রতিষ্ঠা এবং মনন ও মানসিকতা পরিবর্তনের উত্তম পন্থা। সমবায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলেই সুশাসন, গণতন্ত্রায়ন, বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রান্তিক জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা যাবে। এর জন্য দেশে সমবায় আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে হবে।

একদিকে নানা কারণে কৃষি জমি কমছে, অন্যদিকে অনাবাদি জমিও পড়ে থাকছে। কৃষি উৎপাদনে অজ্ঞতার কারণে পানি ও সারের অপচয় হচ্ছে এবং কীটনাশকের ব্যবহার বেড়েছে। তাই কৃষি সমবায় সমিতি গুলোর কাযক্রমে কাঠামোগত সংস্কার জরুরী। তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করে শ্রম ও পানি সাশ্রয়ী, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের যৌক্তিক ব্যবহার এবংপ্রক্রিয়াকরণ, গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম সম্বলিত নতুন আঙ্গিকে কৃষি সমবায় সমিতি গড়ে তোলা প্রয়োজন।

উপজেলা সমবায় কার্যালয়:

সমবায় অধিদপ্তর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস করণে সরকারি উদ্যোগ বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান সংস্থা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং এটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনের আরেকটি অধিদপ্তর। সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা যিনি নিবন্ধক ও মহাপরিচালক নামে অভিহিত। উপজেলা/মেট্রো: থানা, জেলা, বিভাগ ও সদর দপ্তর এ ৪ পর্যায়ে অধিদপ্তরের কার্যালয় বিস্তৃত। ৪ পর্যায়ের ১ম পর্যায় হলো উপজেলা সমবায় কার্যালয় এর প্রধান নির্বাহী যিনি উপজেলা সমবায় অফিসার নামে অবিহিত। জেলা সমবায় কার্যালয়, পিরোজপুর এর আওতাধীন একটি দপ্তর উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর।

রূপকল্প:

টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য:

সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।

জেলা সমবায় দপ্তর পিরোজপুর এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতে টেকসই সমবায় গঠন;
২. দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমবায়ের মানোন্নয়ন;
৩. মানসম্পন্ন ও নিরাপদ সমবায় পণ্য উৎপাদন ও প্রসার;
৪. দরিদ্র্য ও অনগ্রসর মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের অধিকার অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ।

ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন নিবন্ধিত প্রাথমিক সমবায় সমিতির শ্রেনি ভিত্তিক তালিকা

ক্র. নং	শ্রেণি	সংখ্যা			
		০১.০৭.২০২২	বাতিল	নিবন্ধন	৩০.০৬.২০২৩ (কার্যকর)
০১.	মৎস্যজীবি / মৎসচাষী সমবায় সমিতি লি.	০৪	০০	০০	০৪ (০০)
০২.	শ্রমিক ও শ্রমিক কল্যান সমবায় সমিতি লি.	০২	০০	০০	০২ (০২)
০৩.	শ্রমজীবি সমবায় সমিতি লি.	০৭	০০	০০	০৭ (০৪)
০৪.	মহিলা সমবায় সমিতি লি.	০৪	০০	০১	০৫ (০৩)
০৫.	কর্মচারী সমবায় সমিতি লি.	০১	০০	০০	০১ (০১)
০৬.	ক্রেডিট ইউনিয়ন সমবায় সমিতি লি. (কালব)	০২	০০	০০	০২ (০২)
০৭.	মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লি.	০১	০০	০০	০১ (০১)
০৮.	পরিবহন মালিক সমবায় সমিতি লি.	০১	০০	০০	০১ (০১)
০৯.	সার্বিক/আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি.	০১	০০	০০	০১ (০১)
১০.	ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি.	০০	০০	০১	০১ (০১)
১১.	ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি.	২৭	০০	০৩	৩০ (২০)
১২.	সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি.	১৬	০০	০০	১৬ (০৯)
১৩.	বহুমুখী সমবায় সমিতি লি.	১৪	০০	০০	১৪ (১৩)
১৪.	পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লি.	০৩	০০	০০	০৩ (০৩)
১৫.	আশ্রয়ন ফেইজ -২ বহুমুখী সমবায় সমিতি লি.	০১	০০	০১	০২ (০২)
১৬.	বিশেষ শ্রেণি সমবায় সমিতি লি.	০০	০০	০১	০১ (০১)
১৭.	ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লি.	০৭	০০	০০	০৭ (০০)
১৮.	কৃষি সমবায় সমিতি লি.	৮৮	০০	০০	৮৮ (০০)
	অন্যান্য প্রাথমিক সমবায় সমিতি লি.	৪০	০০	০০	৪০ (০০)
	এসডিএফ	০৮	০০	০০	০৮
	কৃষি	০৩	০০	০০	০৩
	মৎস্য	১২	০০	০০	১২
	প্রানী সম্পদ	১৭	০০	০০	১৭
সর্বমোট :		২১৯	০০	০৭	২২৬ (৬৪)

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুরের কার্যক্রম:

কৃষিকে কেন্দ্র করে এ উপমহাদেশে সমবায়ের উৎপত্তি হলেও উপজেলা সমবায় বিভাগ কৃষি ও কৃষিভিত্তিক কার্যক্রমের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসা, পেশাজীবী, মৎস্য, সঞ্চয়-ঋণদান, পানি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সেক্টরে সমবায় কার্যক্রমের বিস্তার ঘটেছে। দেশের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জেলা সমবায় বিভাগ পিরোজপুর কাজ করছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জেলা সমবায় বিভাগ পিরোজপুর প্রধানত তিনভাবে কাজ করছে:

(ক) সমবায় সমিতি গঠন করে সমিতির কাযক্রমের মাধ্যমে;

(খ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে;

(গ) প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের প্রধান খাতসমূহ:

কৃষি সমবায়

- কৃষকদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে উন্নত বীজ, সার ও সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করে বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- বর্তমানে কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা 88 টি। এছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত সিআইজি সমিতি 3 টি । সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৯৮৭ জন।

মৎস্যজীবী সমবায়

- পিরোজপুর জেলায় বর্তমানে প্রায় ৪টি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি রয়েছে। যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ১০২ জন।

মহিলা সমবায়

- বর্তমানে প্রায় ০৫টি মহিলা সমবায় সমিতি রয়েছে। যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ২৩৫ জন।
- ভান্ডারিয়া উপজেলায় উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে নারীর অংশগ্রহণকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। মহিলা সমবায়সহ ও অন্যান্য সমবায়ে নারী সদস্যদের মোট সংখ্যা মোট সদস্যের প্রায় ২৬%

আশ্রয়ণ সমবায়:

- ভান্ডারিয়া উপজেলায় ইতোমধ্যে ৩টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি নিবন্ধন করা হয়েছে। যার সদস্য সংখ্যা ১২৪ জন। সুবিধাভোগীদের মধ্যে ইতোমধ্যে অত্র দপ্তরের মাধ্যমে ৭.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এতে সুবিধাভোগীরা আত্ম-নির্ভরশীল হয়েছে।

❖ পিরোজপুর জেলার ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারের জন্য বাসস্থান, প্রশিক্ষণ, ঋণসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদানের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্পে সমবায় সমিতি সংগঠন, ঋণ প্রদান ও আদায় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজে সমবায় অধিদপ্তর কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায়:

❖ পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় বর্তমানে ১৬ টি সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি রয়েছে। যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ৭৮২ জন।

সমবায় সমিতির সংক্ষিপ্ত তথ্য:

সমবায় সমিতির সংখ্যা: (জুন/২০২৩ পর্যন্ত)

প্রকার	সংখ্যা
প্রাথমিক	২২৬
কেন্দ্রীয়	০
মোট =	২২৬

সমবায় সমিতিসমূহের মোট সদস্য সংখ্যা: (জুন/২০২৩ পর্যন্ত)

পুরুষ	মহিলা	মোট
৩৭৭২ জন	১৩৭৪ জন	৫১৪৬জন

(লক্ষ টাকা)

বিবরণ	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
কার্যকরী মূলধন	০০	২২৫.৯৫	২২৫.৯৫

সমবায় সমিতির সম্পদ: (জুন/২০২২ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকা)

ভৌত সম্পদ	বিনিয়োগকৃত সম্পদ	মজুদ তহবিল (ব্যাংকে গচ্ছিত)	মোট
০.৫০	৬০.৭২	৩২.২১	৯৩.৪৩

সমবায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান : (জুন/২০২২ পর্যন্ত)

(জন)

সমিতির মাধ্যমে চাকুরীরত	সমিতির কর্মসূচীতে চাকুরীরত	সমিতির সহায়তায় সৃষ্ট প্রকল্পে চাকুরীরত	সমবায়ের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান	মোট
২৮ জন	০ জন	০ জন	১৪৭জন	১৭৫ জন

খ) প্রশিক্ষণের তথ্য:

জেলা সমবায় দপ্তর কর্তৃক ভান্ডারিয়া উপজেলায় রাজস্ব অর্থায়নে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	২০২১-২২		২০২২-২৩		২০২৩-২৪	
	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ	৪টি	১০০ জন	৪টি	১০০ জন	২টি	৫০ জন

উন্নত বাংলাদেশের অভিযাত্রায় আগামী দিনের সমবায় ভাবনা

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নের্তৃত্বের কারণে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। সোনার বাংলা বাস্তবায়নের জন্য সকলের অংশগ্রহণে দারিদ্রমুক্ত, সাম্য ও ন্যায়ের সমৃদ্ধ দেশ গঠনে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে ভারসাম্যমূলক প্রবৃদ্ধি ঘটবে যার সুফল পাবে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীসহ সকলে।

বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধশালী, উন্নত ও দারিদ্র শূন্য দেশে রূপান্তরের নিমিত্তে সমগ্র সমাজভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, অভিযোজনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জাতীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা সরকারের প্রধান কাজ। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার চূড়ান্ত লক্ষ্য উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির সুফল জনগনের মাঝে যথাযথভাবে বন্টনের জন্য প্রয়োজন পরস্পর নির্ভরশীল নীতিমালার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং বিভিন্ন খাতের কর্মসূচির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। উন্নয়নের পথ পরিক্রমায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমবায় অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন যথাক্রমে নির্ধারণ করা হয়েছে ‘‘টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়’’ এবং ‘‘সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় সৃষ্টি’’। সমবায় অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন অর্জন এবং ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের অভিযাত্রায় সমবায় ভিত্তিক উন্নয়নের একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। যা বাস্তবায়নে উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর সদা সচেষ্ট।

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর এর পরিকল্পনা

বাংলাদেশ দ্রুত গতির রূপান্তরধর্মী এক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিতে হবে। এই পরিবর্তন আসবে কৃষিতে, শিল্প ও বাণিজ্যে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যায়, পরিবহন ও যোগাযোগে, কর্মপদ্ধতি ও ব্যবসা পরিচালনায়। এ পরিকল্পনায় ৪ টি প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভের উপর নির্ভরশীল। এ গুলো হচ্ছে-১) সুশাসন, ২) গণতন্ত্রায়ন, ৩) বিকেন্দ্রীকরণ এবং ৪) সক্ষমতা বৃদ্ধি।

অভিষ্ট অর্জনে সমাজের সবচেয়ে অরক্ষিত, সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক, প্রতিবন্ধী এবং সমতল ভূমিতে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান এবং ক্ষুদ্র ঋণ আন্দোলনের মাধ্যমে দারিদ্রশূণ্য দেশ প্রতিষ্ঠা; শিক্ষা এবং প্রশিক্ষনের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও Demographic dividend এর সদ্ব্যবহার; টেকসই কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং উদ্ভাবনমুখী অর্থনীতি বিনির্মাণের মাধ্যমে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব ও প্রতিযোগীতামূলক ডিজিটাল বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৬৫ ভাগ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন এবং তাদের জীবিকা একান্তভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এ বাস্তবতায় ভবিষ্যতের গ্রামীণ উন্নয়ন হবে একটি দক্ষতাসম্পন্ন ও উৎপাদনশীল কৃষির সমার্থক। বিগত দশকে বাংলাদেশে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে তবুও নাগরিক সেবা ও সুবিধায় শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে এখনও ব্যাপক ব্যবধান বিদ্যমান। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার একটি অগ্রাধিকার হচ্ছে গ্রাম ও শহরের বিভাজন পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা। এই লক্ষ্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবিকার উৎস হিসেবে কৃষি ও কৃষি বহির্ভূত বাণিজ্যিক কার্যাবলী সম্পাদন এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণের পাশাপাশি যেসকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেযোগ্য হলো:

- গ্রামাঞ্চলে কৃষি ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে এবং যুবকদের জন্য বিশেষ করে উচ্চশিক্ষিত যুবকদের জন্য যারা হবে ভবিষ্যতের মানব সম্পদ-তাদের কাজের সুযোগ তৈরী করতে ব্যবসা-ব্যাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।
- গ্রামীণ যুবকদের জন্য তাদের পারিবারিক চাহিদা ও চাকুরীর সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ এবং শিক্ষাগত মান অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শক্তিশালী করা হবে। যারা দক্ষ তাদের জন্য ঋণ সহায়তা করা হবে।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও সহযোগীতা প্রদানের জন্য কর্মসূচী থাকবে।
- গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরীর জন্য বিদেশী ও স্থানীয় বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।
- উৎপাদনে ও ব্যবসায়ী কার্যক্রমে ব্যাংক ঋণে অভিগম্যতা উন্নত করা হবে।
- কৃষি জমির অপরিকল্পিত ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে কঠোর আইন প্রবর্তন করা হবে।
- সমবায়ভিত্তিক খামার ব্যবস্থা দ্বারা গ্রামাঞ্চলে হিমাগার সুবিধা গড়ে তোলা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হবে।
- গ্রামাঞ্চলে কৃষি ভিত্তিক ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পকারখানা স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে।
- মিঠা পানি ও সামুদ্রিক ইকোসিষ্টেমে মৎস্য আহরণ ও ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হবে।

৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫

দুই শতকের উন্নয়ন লক্ষ রুপকল্প ২০৪১ অর্জনে বেশ কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ১ কোটি ১৬ লাখ ৭০ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষমাত্রাকে সামনে রেখে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী(২০২১-২০২৫) পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। অর্থনৈতিক কার্যক্রম পূর্ণ ধারায় ফিরিয়ে আনার প্রত্যয়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক নাগরিকের অংশগ্রহণ এবং দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল নেয়া হয়েছে এ পরিকল্পনায়। এ প্রেক্ষিতে উপজেলা সমবায় বিভাগ পিরোজপুর এর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রসমূহ হলো :

- গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি
- সমবায় উদ্যোগ আর্থিক সেবার সম্প্রসারণ
- ই-কমার্স এর মাধ্যমে গ্রামে উৎপাদিত পন্যের বাজার সংযোগ স্থাপন
- নারীর ক্ষমতায়ন
- গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার
- কৃষির যান্ত্রিকীকরণ
- সমবায় ভিত্তিক গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন
- পল্লী সামাজিক-সংস্কৃতিক উন্নয়ন
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন
- সমবায় আন্দলোনকে আরও গতিশীল করার জন্য জেলা সমবায় ইউনিয়নকে শক্তিশালীকরণ
- সমবায় খাতের আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে শক্তিশালীকরণ ও সংস্কার

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (Delta Plan-2021)

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি সামাল দিয়ে উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ‘বংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ নামের একটি ১০০ বছর মেয়াদী মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরিকল্পনাটিতে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জমির উপযুক্ত ব্যবহার, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এদের পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়াকে বিবেচনা করা হয়েছে। এ মহাপরিকল্পনায় তিনটি উচ্চ পর্যায়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পাশাপাশি ছয়টি ব-দ্বীপ সম্পর্কিত অভীষ্টের কথা এসেছে, যেখানে সমবায় এর গুরুত্বপূর্ণ আবদান রাখার সুযোগ রয়েছে।

উচ্চ পর্যায়ের অভীষ্টসমূহ হচ্ছে-

১. চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ;

২. উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন;

৩. একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন।

ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট অভীষ্টগুলো হলো:

১. বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

২. পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা ও নিরাপদ পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

৩. সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা

৪. জলাভূমি এবং বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা

৫. অন্ত:দেশীয় ও আন্ত:দেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা

৬. ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals)

২০১৫ সালে জাতিসংঘ শীর্ষ সম্মেলনে ১৯৩টি দেশের রাষ্ট্র/সরকার প্রধানগণ Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development' শিরোনামে একটি কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করেন। এই কর্ম-পরিকল্পনায় অনেকগুলো সুদূরপ্রসারী, গণকেন্দ্রিক ও রুপান্তর সৃষ্টিকারী লক্ষ্য ও টার্গেট অন্তর্ভুক্ত, যা Global Goals বা 2030 Agenda বা 'এসডিজি হিসাবে অভিহিত। এসডিজি'র ১৭টি অভিষ্ট রয়েছে, প্রতিটি অভীষ্টের জন্য একাধিক টার্গেট চিহ্নিত করে ১৬৯টি টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এর ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত সুনির্দিষ্ট অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নিম্নরুপ :

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ১। দারিদ্র্য বিলোপ: সর্বত্র সব ধরণের দারিদ্র্যের অবসান

অভীষ্ট ১ এর সমবায় সংশ্লিষ্ট টার্গেটগুলো হলো :

- ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ অবসান ও জাতীয় সংজ্ঞা অনুয়ায়ী চিহ্নিত যেকোন ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশু সংখ্যা অর্ধেক নামিয়ে আনা (১.১ ও ১.২)।
- নুন্যতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তাসহ সকলের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা (১.৩)
- ২০৩০ সালের মধ্যে নারী ও পুরুষ, বিশেষ করে দারিদ্র ও অরক্ষিত (সংকটপন্ন) জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা সুবিধা, জমি ও আপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, লাগসই নতুন প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্র ঋণসহ আর্থিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা (১.৪)।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ২ । ক্ষুধামুক্তি: ক্ষুধার আবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

অভীষ্ট ২ এর সমবায় সংশ্লিষ্ট টার্গেট গুলো হলো:

- ২০৩০ এর মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুর জন্য বিশেষ অগ্রধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো (২.১)।
- ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী, বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মৎস্যচাষীদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুন করা এবং এই লক্ষ্যে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরন, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানে তাদের নিরাপদ (সুরক্ষিত) ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করাসহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ (২.৩)।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ৫। জেন্ডার সমতা: জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন

অভীষ্ট ৫ এর সমবায় সংশ্লিষ্ট টার্গেট গুলো হলো :

- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নেতৃত্ব দানের জন্য নারীদের পূর্ণাঙ্গা ও কার্যকর অংশগ্রহণ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা (৫.৫), অর্থনৈতিক সম্পদ এবং ভূমিসহ সকল প্রকার সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রন, নারীদের ক্ষমতায়ণে সহায়ক প্রযুক্তি বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর (৫.ক,খ)।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ৮। শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি: সকলের জন্য পুর্ণাঙ্গা ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

অভীষ্ট ৮ এর সমবায় সংশ্লিষ্ট টার্গেট গুলো হলো :

- উচ্চমূল্য সংযোজনী ও শ্রমঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ বহুমুখিতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন (৮.২)।

- অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রমিত ব্যবসায়িক মান অনুসরন ও ক্রমোন্নতিতে উৎসাহিত করা যুবসমাজ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীসহ সকল নারী ও পুরুষের জন্য পুর্ণকালীন উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং সমপরিমাণ বা মর্যাদার কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান নিশ্চিতকরণ (৮.৩,৮.৫)।
- স্থানীয় সংস্কৃতি ও পন্য সম্ভারের প্রবর্ধন সহায়ক ও কর্মসৃজনমূলক টেকসই পযটন শিল্প প্রসার (৮.৯)।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ১০। অসমতার হ্রাস: আন্ত: ও অন্ত:দেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা

অভীষ্ট ১০ এর সমবায় সংশ্লিষ্ট টার্গেটগুলো হলো :

- বয়স, লিঙ্গা, প্রতিবন্ধিতা, জাতিসত্তা, নৃতাত্তিক পরিচয়, উৎস (জন্মস্থান), ধর্ম অথবা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের ক্ষমতায়ন এবং এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রবর্ধন, বৈষম্য হ্রাস, সকলের জন্য সমান সুযোগ। ক্ষুদ্র পরিসরে মৎস্য আহরনকারী জেলেদের সামুদ্রিক সম্পদ ও বাজারে প্রবেশাধিকার।(১০.২)

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ১২। পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন : পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরণ নিশ্চিত করা।

অভীষ্ট ১২ এর সমবায় সংশ্লিষ্ট টার্গেটগুলো হলো :

- খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু বৈশ্বিক খাদ্য অপচয়ের পরিমান ২০৩০ সালের মধ্যে অর্ধেক নামিয়ে আনা এবং ফসল আহরণোত্তের লোকসান(অপচয়) সহ উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্যপন্য বিনষ্ট হবার পরিমাণ কমানো (১২.৩)।
- স্থানীয় সংস্কৃতি ও স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পন্যসামগ্রীর প্রচার ও প্রসার (১২.খ)।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ১৩। জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ

অভীষ্ট ১৩ এর সমবায় সংশ্লিষ্ট টার্গেটগুলো হলো :

- সকল দেশে জলবায়ু সম্পৃক্ত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অভিঘাতসহনশীলতা ও অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা (১৩.১)।
- জলবায়ু পরিবর্তন প্রমশন, অভিযোজন, প্রভাব নিরাসন ও আগাম সতর্কতা বিষয়ে শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানব ও প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নতি সাধন (১৩.৩)।

উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মানে সমবায় ভাবনা- ও উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ভান্ডারিয়া পিরোজপুর

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর সমাজের নানা শ্রেণী-পেশার মানুষের জীবন মনোন্নয়নে নানাবিধ উন্নয়ন বাস্তবায়ন করে থাকে। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, দলিলপত্র এবং অংশীজনদের মতামতের উপর ভিত্তি করে সমবায় উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় নিম্নোক্ত ৮টি টার্গেট গ্রুপকে বিবেচনা করা হয়েছে।

- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী
- নারী
- তরুণ উদ্যোক্তা
- অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী
- কৃষি, মৎস্য, পোল্ট্রি, মাংস ও ডেইরী উৎপাদক
- জলবায়ূ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী
- বিদ্যমান সমবায় সমিতি
-

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর কর্তৃক নিম্নরুপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১. সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উন্নয়নের মূল ধারায় নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
২. প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তিকরণ।
৩. দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যুবকদের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা সৃজন।
৪. আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার লক্ষ্যে সমবায়ভিত্তিক কৃষি যান্ত্রিকীকরণ।
৫. পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চিয়তা এবং সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক বাজার অবকাঠামো সৃষ্টি ।
৬. দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ।
৭. সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য জেলা সমবায় ইউনিয়নের সংস্কার ও আধুনিকায়ন।

এক নজরে উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর এর সমবায় বিভাগের কার্যক্রম :

১) সমবায় সমিতি নিবন্ধন : ক্ষুদ্র সঞ্চয়, পুঁজি গঠন, লাভজনক খাতে পুঁজি বিনিয়োগ এবং শেয়ারের ভিত্তিতে মুনাফা বন্টন- এ আলোকে সমবায় সমিতি সংগঠনের উদ্বুদ্ধকরণ এবং সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) ও সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধান মোতাবেক ৩৫ প্রকার সমবায় সমিতি নির্ধারিত নিবন্ধন ফিসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন প্রাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে নিবন্ধন করা হয়। এ ছাড়া নির্ধারিত ফরমে আবেদন প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সমবায় সমিতির উপ-আইন (গঠনতন্ত্র) এর সংশোধন করা হয়।

২) বার্ষিক বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা সম্পাদন : প্রত্যেকটি সমবায় সমিতি বছরে একবার নিরীক্ষা করা হয় এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংশ্লিষ্ট সমিতির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৩) পরিদর্শন : প্রত্যেক মাসে নির্ধারিত সংখ্যক সমবায় সমিতি পরিদর্শন করা

৪) নির্বাচন কমিটি নিয়োগ : ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত পরিশোধিত শেয়ার মূলধন বিশিষ্ট প্রাথমিক সমবায় সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিটি নিয়োগ করা হয়।

৫) নন-ট্যাক্স রাজস্ব আদায় : আইন ও বিধি মোতাবেক নিবন্ধন ফি এবং বার্ষিক নিরীক্ষা ফি (সমিতির বার্ষিক নীট লাভের ১০০ টাকা বা উহার অংশ বিশেষের জন্য ১০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ১০0০০ টাকা) ধার্য ও আদায় করা হয়।

৬) সমবায় উন্নয়ন তহবিল আদায় : আইন ও বিধি মোতাবেক বার্ষিক নিরীক্ষার ভিত্তিতে সমবায় উন্নয়ন তহবিল (নীট লাভের ৩% হারে) ধার্য ও আদায় করা হয়।

৭) প্রত্যায়িত অনুলিপি বা নকল সরবরাহ :বিধি মোতাবেক কোর্ট ফি সহ আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে এ দপ্তরে সংরক্ষিত সমবায় সমিতির যে কোন রেরকড বা দলিলের প্রত্যায়িত অনুলিপি বা নকল সরবরাহ করা হয়।

৮) বার্ষিক বাজেট অনুমোদন : আইন ও বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির বার্ষিক বাজেট অনুমোদনের জন্য জেলা সমবায় অফিসারের বরাবরে প্রেরণ করা হয়।

৯) প্রশিক্ষণ : জেলা সমবায় দপ্তরের প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক এই উপজেলাধীন সমবায় সমিতির সদস্যগণকে সমবায় এবং সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) ও সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধান সর্ম্পকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ও আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, বরিশালে সমবায় ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি, আয়-বর্ধক ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সে জেলাধীন সমবায়ীগণকে প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণকালে সঞ্চয়ের গুরুত্ব ও পুঁজি গঠণের কৌশলসহ সমবায়ীগণকে বিভিন্ন সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সমস্যা ও সমাধান সর্ম্পকে সচেতনতা সৃষ্টি, ধারনা বিনিময় ও নাগরিক দায়িত্ব সর্ম্পকে অনুপ্রাণিত করা হয়।

১০) তদারকি ও পরিচর্যা: জেলাধীন অধিক কার্যকর সমবায় সমিতিগুলোকে মাসিক ভিত্তিতে তদারকি ও পরিচর্যা করা হয়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এ সমিতিগুলোকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

১১) আশ্রয়ন প্রকল্প : ভান্ডারিয়া উপজেলায় ১ টি আশ্রয়ন (ফেইজ-২) প্রকল্পে প্রদত্ত ঋণের কিস্তি আদায় করা হয়।

১২) অভিযোগ নিষ্পত্তি : সমবায় সমিতি কিংবা বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত যে কোন অভিযোগ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরন করে নিষ্পত্তি করা হয়।

১৩) সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী অন্যান্য দায়িত্ব পালন : নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা মহোদয় কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা অনুযায়ী সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করা হয়।

১৪) বিভাগীয় আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন : যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুযায়ী জেলা সমবায় অফিসার, পিরোজপুর এর নিয়ন্ত্রণে বিভাগীয় দায়িত্ব পালন এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা হয়।

১৫) উন্নয়ন সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন : ভান্ডারিয়া উপজেলার সমবায় অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রধান হিসাবে উপজেলা পরিষদের সমন্বয় সভায় সমবায় অধিদপ্তরের যাবতীয় কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন করা হয়।

১৬) তথ্য প্রদান: প্রচলিত আইন ও বিধি মোতাবেক প্রাপ্ত আবেদনের আলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যাশিত তথ্য দান করা হয়।